১ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্দি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠ, জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠ, সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'

পাশ করেছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রতিধানমালাও প্রাণীত হয়েছে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জেলা পরিষদ কুষ্টিয়ার অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। জেলা পরিষদের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে এ অফিসের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ স্বচ্ছ ধারনা লাভ করবে এবং জনগণের কাজে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এর অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে যে কোন দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি না হয় সে জন্য একটি 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০২২' প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করেছে। সুতারাং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রতিধানমালার আলোকে এই তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.১ নির্দেশিকার শিরোনাম ঃ

এই নির্দেশিকা জেলা পরিষদ কুষ্টিয়া স্বপ্রনোদিত তথ্য নির্দেশিকা-২০২২ নামে অভিহিত হবে।

২। নির্দেশিকার ভিত্তি :

২.১ প্রণয়ণকারী কর্তৃপক্ষ :
জেলা পরিষদ কুষ্টিয়া

২.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ :
জেলা পরিষদ কুষ্টিয়া

২.৩ অনুমোদনের তারিখ : .....১....জুলাই ২০২২

২.৪ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ :
অনুমোদনের তারিখ থেকে

২.৫ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা :
নির্দেশিকাটি জেলা পরিষদ কুষ্টিয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়

৩.১ 'তথ্য অর্থ জেলা পরিষদের বিধি, দাপ্তরিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোন স্মারক, হিসাব বিবরণী, প্রতিষ্ঠান, পত্র, নমুনা, দলির, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, লগ-বই, উপাত্ত-তথ্য, চুক্তি, মানচিত্র, নকশা, বই ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন দলিল, ফিল্ম, অঙ্কিত চিত্র, ভিডিও, অডিও, আলোকচিত্র, প্রকল্প-প্রস্তাব, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিল এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ঠ্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহুল বস্তুর অনুলিপি বা প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিত নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ১০-এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৩ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩.৪ আপিল কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান/প্রশাসক।

৩.৫ তৃতীয় পক্ষ অর্থ তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

৩.৬ তথ্য কমিশন অর্থ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ১১-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

৩.৭ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।

৩.৮ তথ্য অধিকার বিধিমালা. ২০০৯ অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্ত সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।